বায়ুবিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনায় বক্তারা

লোডশেডিং-মুক্ত দেশ গড়তে সব শক্তি কাজে লাগাতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের একক নির্ভরতা কমাতে চায় সরকার। এ জন্য ২০২১ সালের মধ্যে কয়লা ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

'পটেনশিয়াল অব উইন্ড পাওয়ার : ভিশন ২০২১' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী এ কথা জানান। জিটিজেডের সহায়তায় পাক্ষিক ম্যাগাজিন *এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার* এই বৈঠকের আয়োজন করে।

তৌফিক-ই-ইলাহী বলেন, ওই সময় দেশের বিদ্যুতের চাহিদা দাঁড়াবে প্রায় ২৫ হাজার মেগাওয়াট। গ্যাসের পাশাপাশি অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বায়ুবিদ্যুৎ কী ধরনের অবদান রাখতে পারে, তা নিশ্চিত করতে সমন্বিত উইন্ড ম্যাপিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) চেয়ারম্যান সৈয়দ ইউসুফ হোসেন বলেন, লোডশেডিং-মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বায়ু ও সৌরসহ সব শক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে। তবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিকাশের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক সব দিক বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মূল প্রবন্ধে প্রকৌশলী ফজলুর রহমান কুতুবদিয়া এক মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্রের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশে বায়ু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। বায়ুবিদ্যুতের উৎপাদনখরচ সোলারের তুলনায় অনেক কম।

অনুষ্ঠানে বুয়েটের শিক্ষক মাহবুবুল আলম ও ইজাজ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইফুল হক, গ্রামীণ শক্তির হাসানুজ্জামান ও গোফরান আহমেদ, ইডকলের নির্বাহী প্রধান ইসলাম শরিফ, এলজিইডির মীর তানভীর হোসেন, জিটিজেডের খুরশিদুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।